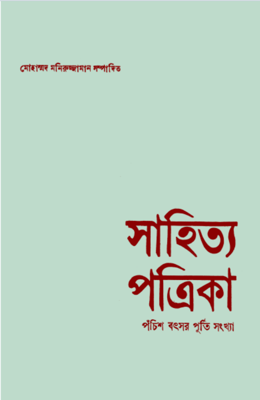

Vol. 25 | No. 2 | 1982

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

আঠারো শতকের একটি মামলার নথি

Volume	25
Issue	2
Year	1982
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Anisuzzaman
Published online	April 1, 1982
DOI	10.62328/sp.v25i2.5
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v25i2.5
Pages	94-113
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

আঠারো শতকের একটি মামলার নথি

আনিসুজ্জামান

লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে সম্প্রতি আঠারো শতকের শেষ ভাগের এবং উনিশ শতকের প্রথম দিকের প্রচুর হাতে লেখা বাংলা কাগজপত্র পাওয়া গেছে। এর মধ্যে আছে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ঢাকা কুঠির চিঠিপত্র; ঢাকা, জঙ্গীপুর ও কাসিম-বাজার কুঠির হিসেবের খাতা; জাহাঙ্গীরনগর, মেদিনীপুর, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ ও চব্বিশ পরগণার রাজস্ব সংক্রান্ত কাগজপত্র; নানা আদালতের নথি; একটি শব্দমালা এবং বিবিধ কিছু কাগজ।[১]

এই সংগ্রহের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল ১৭৯২ ও ১৮০০ সালে লেখা দুই সহস্রাধিক বাংলা চিঠি। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ঢাকা কুঠির সঙ্গে এসব চিঠি বিনিময় হয়েছিল ঢাকা, ময়মনসিংহ ও ত্রিপুরায় অবস্থিত কোম্পানির আটটি আড়ঙ্গ বা বস্ত্র-উৎপাদন-কেন্দ্রের। উনিশ শতকের আগে লেখা এত বাংলা চিঠির সন্ধান এর আগে আর পাওয়া যায়নি। সেকালের অর্থনৈতিক ইতিহাসের প্রাথমিক উপকরণ হিসেবে এগুলো যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি বাংলা গদ্যের নিঃসংশয় উদাহরণ হিসেবে এগুলো মর্যাদাবান।[২]

চিঠিপত্রের পরেই মামলার নথিগুলো স্থান পেতে পারে। এসব কাগজপত্রের মধ্যে আছে ঢাকার কোর্ট অফ অ্যাপীল ও সার্কিটের দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার নথি-পত্র (১৭৯৫-৯৬ ও ১৮১৪), হুগলীর জেলা আদালত দুটির অনুরূপ নথি (১৮০৩ ও ১৮১৪ সালের মধ্যে লেখা), সদর দেওয়ানী আদালতের কিছু মামলার নথি (১৮০৬), এবং যশোর (১৭৯০), বর্ধমান (১৭৯৭) ও চব্বিশ পরগণার (১৭৯৭) জেলা আদালতের প্রাপ্ত ফিসের বিবরণ। হাজী মুহম্মদ মহসীনের (১৭৩২-১৮১২) বোনের সম্পত্তি নিয়ে যে বিখ্যাত মামলা হয়েছিল (মীর্জা বন্দে আলী বনাম হাজী মুহম্মদ মহসীন, শাকের আলী, রজব আলী, লক্ষ্মীনারায়ণ দাস ও জগমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়), তার সূচনা-পর্বের কিছু কাগজ আছে এসবের মধ্যে। আর আছে রাজা রামমোহন রায়ের (১৭৭৪-১৮৩৩) একটি অজ্ঞাতপূর্ব মামলার (রামমোহন রায় বনাম রাধাকৃষ্ণ রায়, কর্তারাম রায়, রামনিধি রায়, জগৎরাম রায় ও রামদয়াল রায়) কিছু কাগজপত্র। রামমোহন এবং তাঁর পিতা ও পুত্র যেসব মামলায় জড়িত ছিলেন, তার দলিলপত্র রমাপ্রসাদ চন্দ ও যতীন্দ্র-কুমার মজুমদার প্রকাশ করেছিলেন।[৩] কিন্তু তারাহাটের জমি নিয়ে এই বিরোধের খবর তাঁরা **সম্ভবতঃ** পাননি।

বিখ্যাত লোকদের নাম আছে বলেই যে মামলার এই কাগজপত্র উল্লেখযোগ্য, তা নয়। এগুলো গুরুত্বপূর্ণ মনে করার দুটি কারণ আছে। প্রথমতঃ, সেকালের আইনব্যবস্থার কিছু পরিচয় এতে পাওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ, এতে বাংলা গদ্যের যে-ছাঁদটি ধরা পড়েছে, তার একটা বিশেষ মূল্য আছে।

আইনব্যবস্থার পটভূমিটি একবার স্মরণ করা যেতে পারে। ১৭৭৩ সালের রেগুলেটিং অ্যাক্ট-অনুযায়ী কলকাতায় সুপ্রীম কোর্ট স্থাপিত হয়। এই আদালত ছিল রাজ-আদালত বা King's court : ইংরেজি আইন-অনুযায়ী এতে মামলা পরিচালিত হত শুধু কলকাতায়। পরে অন্য দুই প্রেসিডেন্সি শহর—মাদ্রাজ ও বোম্বাইতে—এই ব্যবস্থা সম্প্রসারিত হয়। ওয়ারেন হেস্টিংসের সময়ে প্রতি জেলায় একটি করে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত গঠিত হয় এবং সেখান থেকে আপীলের ক্ষেত্ররূপে সদর দেওয়ানী আদালত ও সদর ফৌজদারী আদালত স্থাপিত হয়। এই দুই আদালতের আসন ছিল চার বিভাগীয় কেন্দ্রে—কলকাতা, ঢাকা (জাহাঙ্গীরনগর), মুর্শিদাবাদ ও পাটনায় (আজিমাবাদ)। ফৌজদারী আদালতে দেশী দারোগা যে বিচার করতেন, তা রদ করে কোর্ট অফ অ্যাপীল অ্যাণ্ড সার্কিটে সেসব মামলার শুনানির ব্যবস্থা হয়। এই আদালতের আসনও ছিল বিভাগীয় কেন্দ্রগুলোতে : যার যার এলাকায় এই আদালত বছরে দু বার করে ঘুরে ঘুরে আসন গ্রহণ করতেন এবং মামলা নিষ্পত্তি করতেন। দুজন করে ইংরেজ সিভিলিয়ান হতেন এই আদালতের বিচারক আর তাঁদের সহায় হতেন দেশী বিশেষজ্ঞেরা। ১৭৮০ সালের আইন-অনুযায়ী জাহাঙ্গীরনগরের আপীল আদালতের এখতিয়ারে পড়ত সিলেট, ঢাকা-জালালপুর, ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম জেলা। ফৌজদারী মামলায় আপীলের সর্বোচ্চ ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায় কলকাতার সদর নিজামত আদালত : দেশীয় উপদেষ্টাদের নিয়ে গভর্ণর-জেনারেল স্বয়ং এতে বসতেন।

মুসলিম ফৌজদারী আইন তখন দেশের আইন ছিল—হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের ক্ষেত্রেই তা প্রযোজ্য ছিল। সেজন্যেই শুনানির শেষে প্রয়োজন হত মুফতীর ফতোয়ার। মুসলিম আইনের বিধান-অনুযায়ী নিহত ব্যক্তির নিকটতম আত্মীয়েরা হত্যার দায়ে অভিযুক্তকে ক্ষমা করতে পারতেন কিংবা প্রতিশোধ গ্রহণের দাবী করতে পারতেন। ১৭৯০ সালের ১২ নম্বর আইনে ক্ষমা করার অধিকার রদ করা হয়, ১৭৯১ সালের ৩৩ নম্বর আইনে আবার বলা হয় যে, এরকম ক্ষেত্রে ক্ষমাপ্রদর্শনের অনুরোধসহ মামলার সব নথিপত্র সদর নিজামত আদালতে পাঠিয়ে দিতে হবে—ঐ আদালতের সিদ্ধান্তের জন্যে।[৪] ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে রক্ষিত কোন কোন মামলার নথিতে এই নিয়মপালনের পরিচয় আছে বলে মনে হয়। পরবর্তীকালে সদর নিজামত আদালতের এই দায়িত্ব বর্তায় নির্বাহী বিভাগের সঙ্গে সম্পর্কহীন বিচারকদের ওপরে। জেলা আদালতেও ফৌজদারী মামলা শুনানির ব্যবস্থা হয়। তার ফলেই অনেকগুলো নথিতে জেলা আদালতের ফৌজদারী মামলার বিবরণ পাওয়া যায়।

ফৌজদারী মামলার বিবরণ পড়লে যে-ছবি চোখে ভেসে উঠে, তা এরকম : সাক্ষীদের জেরা-জবানবন্দী চলছে বাংলায় বা বাংলার উপভাষায়, কাজী বা মুফতী ফতোয়া দিচ্ছেন ফারসিতে, আর জজ সাহেব চিন্তা করছেন ইংরেজিতে। তবে এসব নথিতে সেকালের গ্রামজীবনের কৌতূহলোদ্দীপক পরিচয়ও লিপিবদ্ধ রয়েছে। জেরা-জবানবন্দীর পদ্ধতিও লক্ষ্য করার মতো ; তবে বিশেষ করে, ১৭৯০ সালের আইনের পরে কাজী বা মুফতীর ভূমিকা কি ছিল, তাও এসব বিবরণ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়।

এসব নথিপত্রে বাংলা গদ্যের যে পরিচয় ধরা পড়েছে, তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ-ভাষা সুললিত হয়তো নয়, কিন্তু সরল, স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ। এসব বিবরণ পড়ে একথা মনে করার সংগত কারণ আছে যে, কার্যকর ব্যবহারের মাধ্যমে গদ্যের যে রূপটি গড়ে উঠেছিল, সাহিত্যকর্মী পণ্ডিতদের হাতে পড়ে পরে তা অনেকখানি আচ্ছন্ন হয়ে যায়।

নমুনা হিসেবে এখানে একটি মামলার নথি প্রকাশ করা হল। ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীর যে-পাণ্ডুলিপিতে এটি পাওয়া গেছে, তার নম্বর আই. ও. বেঙ্গলী ৪১০১। এর আকার ৪২·৫ × ২৮ সেন্টিমীটার, পৃষ্ঠাসংখ্যা ১২০। পৃষ্ঠা সাজানো হয়েছে ডান দিক থেকে বাঁ দিকে— দোভাষী পুথির মতো। বিবরণ নকলকারী হিসেবে এতে সম্ভুনাথ রায় ও রামধন গুহের নাম আছে। আদালতের রেজিস্ট্রার এম. এইচ. টার্ণবুল তাতে সই করেছেন প্রকৃত নকল[৫] বলে। এই পাণ্ডুলিপিতে ১৭৯৫-৯৬ সালের সাতটি মামলার বিবরণ আছে।

যে-নথির অনুলিপি এখানে প্রকাশ করা হল, তা ঐ পাণ্ডুলিপির প্রথম ১৪ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ আছে। এটি চট্টগ্রামের একটি ফৌজদারী মামলার বিবরণ। জাহাঙ্গীরনগরের কোর্ট অফ অ্যাপীল অ্যাণ্ড সার্কিটের চট্টগ্রামে অধিবেশনকালে শেরমান বার্ডের আদালতে এর শুনানি হয়। জজের সঙ্গে বিচার-আসনে ছিলেন মুফতী মুহম্মদ ইউসুফ।

নথির লেখা একটানা। পাঠকের সুবিধে হবে মনে করে আমরা প্রশ্ন ও উত্তর ভেঙ্গে সাজিয়েছি। মূলের বানান অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।

মামলার নথি

শ্রীশ্রীদুর্গা
সরনং

Persian Signature

(True Copy)
W. J. H. Turnball
Reg.

PERSIAN

মোহর আদাল ফৌজদা
রি দাএরও শায়ের এলা
কা জাহাঙ্গীরনগর
১২০০

মুকাবিলাকৃত শ্রীসম্ভুনাথ রায় ও শ্রীরামধন গুহ

৬ নম্বর জেলা চট্টগ্রামের মেজেষ্টরেড মেস্ত্র চারজ তামসন সাহেবের ইরসানি ফিরিস্ত মছনদ আলিমদ্দই ও সমসের ও চান্দগাজি ও জিবন আসামিআন মকর্দ্দমা ফৈরাদির পীতা মাহাম্মদ জাফর খুন হওনের ময়ে কেতা কাগজাত মাফিক তপসীল জয়েএর দস্তখতে সাহেবে মেজেষ্টরেড ও মোহোরে ফৌজদারির তারিখ ১৮ মাহে জানওরি সন ১৭৯৫ ইছবি মোতাবকে ৭ সহরে রর্জ্জব সন ১২১০ হিজরি রোজ সোমবার এলাকা জাহাঙ্গীরনগরের আদালত দায়র সায়রের কাচারি মোকাম চট্টগ্রাম রোবর মেস্ত্র সরমন বরড সাহেব জুনিয়র জজ ও মুপ্তী মাহাম্মদ ইছুফের রুবকার হইল—

তপসিল কাগজাত তহি—

—৪—		—৬—
ফৈরাদির আরজীতে থানাতে গুজরাইয়া কাচারিতে আসিছিল ১	জোবাওরগঞ্জের থানাদারের আরজী-১	জোবানবন্দি ফৈরাদি ও আসামিয়ান ও সাক্ষীয়ান ৮ ও রর্কেতে ৬
		১২ বার কেতা

মেজেষ্টরেড সাহেবের হযুরেতে দাগখাল হইয়াছীল —— ১	ফৌজদারি কাচারির রোত্রদাদ মেজেষ্টরেড সাহেবের হজুরে জে ফৈরাদি ও আসামি আন ও সাক্ষীআনের জবানবন্দি হইছে তওরক— ১
ডাকতর মেকরাজ সাহেবের ইঙ্গরেজী চিঠী —— ১	
মপস্বলের চালান জে থানা হৈতে আসিয়াছীল— ১	
৪	৬

ফৌজদারির ইরসালী কাগজাত মোলাহেজার পর মদ্দই মজকুর কোরান মজিদ হাতে লইয়া কসম করিল সওাল তুই কোন জোবান ভাল জানিস

জওাব বাঙ্গলা

সওাল তোর নাম ও তোর বাপের নাম [১] ও বএস ও জাত ও দিন ও পেসা কি ও সাকিম কোথায়

জওাব আমার নাম মছনদ আলী আমার বাপের নাম মাহাম্মদ জাফর বএস ২১ বৎস্বর জাত সেখ দিন এছলাম পেসা গিরস্তী সাকিম বাগখালি চাকলে নিজামপুর

সওাল তুই যে কিছু নালিস এই আসামীআনের উপর রাখিস সত্য জাহের কর

জওাব দিলেক বতারিখ ২৮ মাহে আসাড় সন ১২০২ বাঙ্গলা রোজ বৃহসপতিবার চাইর পাচ ঘড়ি রাত্রি বাকি থাকিতে সমসের মাঝি ও চান্দগাজী ও জিবন ও কাদের ও ঠাকুরধন ও সমসের মজকুরের মাতা আমারঘরের দরওাজা খুলিয়া ঘরে সান্দাইতে চাহিয়াছিল জাফর মাহাম্মদ ঘরের দরওাজা বন্দ করিয়া মোজাহেম হইল তাহার পরে জাফর মাহাম্মদ মজকুর বরদাস্ত করিতে না পারিয়া বাবরচিখানার দরওাজা খুলিয়া পলাইতেছিল এহার মৈধ্যে এই আসামিআনরা আমার পীতাকে ঘিরিলেক আর মাইরপীট সুরু করিলেক আর চান্দগাজি এক রামদাএর কোব মারিলেক আমার পিতা সেই কোব ফিরাবার জর্ন্যে ডাইন হাতে ধরিতে চাহিলেক পরে ঐ রামদাএর কোব তাহার হাতের উপর বসিল কিঞ্চিত ডাইন হাতের কবজাতে বৃদ্ধ অঙ্গুলির আর তর্জ্জনি অঙ্গুলির মৈধ্যে কিছুখান চিরিয়া নিল সেই কোবেতে লাচার হইয়া জলেতে পড়িলেক এই খবর স্থনিয়া আলাম নামে আমার মামু আসিয়াছীল তাহাকে সমসের ও জিবন প্রথম লাঠী

মারিলেক তাহার পরে চান্দগাজী এক বরসির কোব পাএর পাতাতে মারিলেক আর এক বরসি ডাহিন হাতে মারিলেক সেহ জখম হইয়া জলে পড়িলেক আমার আর এক মামু দৌলত নামে এই ভএতে পলাইতে ছিলেক একবার এই আসামিয়ানে সনমুখে পড়িল তাহাকেহ আসামিআনেরা লাঠী দিয়া মাইর-পীট করিলেক আর চান্দগাজী [২] ওহাকে বাও হাতে এক বরসির কোব বাওহাতে মারিল সেহ জলে পড়িলেক আসামিআনহ জলেতে আসিয়া ফের লাঠী দিয়া মাইরপিট করিলেক আমার পীতা জাফর মাহাম্মদ জলেতে লাচার হইয়া চাহিয়াছিল জে কিনারে আইসে এই সমসের আসামি জাফর মজকুর কিনারে আসিলে মাত্র দুই লাথি আর দুই দুই লাঠীর ঘুসা তাহার বুকেতে মারিল পরে জিবন আসামী জাইয়া এক জে লাঠী আড়াই হাত লম্বা আর মোটা দুই হাতের মুষ্টির বেড়ে আইসে না ডাহিন পায়ের পাতার উপরে মারিলেক তাহার পাএর পাতা সেই বাড়িতে ভাঙ্গীলেক আমি এহা দেখিয়া আপন প্রাণের ভএতে পলাইতেছিলাম আসামিয়ান আমাকে মারিবার প্রাস পাইয়া পীছা করিলেক পাইলেক না সমসের মজকুরের ভগ্নি দওানি বিবী আমার কাপড় নিয়া গেল পরে আমি থানাতে গিয়া এহার নালিস করিলাম থানার দারোগা আসামিআনকে তলব করিয়া হজুরে চালান করিলেক আমার পীতা সোল দিবস পরে ঐ জখমি হওনেতে মরিলেক ওম্মেদত্তার আদালতের ফের জাহের করিল মেজেষ্টরেড সাহেব আমার পীতা জেওতা থাকিতে এলাজ করিবার জর্ন্নে ডাকক্তর সাহেবের নিকট পাঠাইয়াছিলেন ডাকক্তর সাহেব এলাজ করিলেন ভাল হইল না আর সেই বাড়ীসকলেতেই মরিলেক ইতি

সওাল হজুর আসামীআন জে চাইর পাচ ঘড়ি রাত্রি বাকী থাকিতে তোর বাড়ী চড়াও করিয়াছিলেক ডাকাতি করিবার এরাদাতে আসিয়াছিল কি কিছু লাড়াই ঝগড়া করোনের

জওাব দিলেক রাত্রিকালে ডাকাতির এরাদাতে আসিয়া চড়াও করিয়াছিল

সওাল তোর বাড়ির কিছু জিনিসপত্র লুটীয়া নিয়াছিল [৩] কি কেবল বাড়ী বাহের হৈতে মাইর পীট করিয়া ফিরিয়া গেলেক

জওাব মাইর পীট করিয়া ফিরিয়া গেলেক বাড়ির বিত্ত বেসাত কিছু লুট করিলেক না ইতি শ্রীমছনদ আলি

পরে এই আসামিকে জিজ্ঞাসা গেল তুই কোন জবান ভাল জানিস

জওাব বাঙ্গবা [sic]

সওাল তোর নাম ও তোর বাপের নাম ও বএষ ও জাত ও দিন ও পেসা কি ও তোর সাকিম কোথা

জওাব আমার নাম সমসের মাঝি আমার বাপের নাম ঠাকুরধন বএস ৩৭ বৎস্বর জাত সেখ দিন এছলাম পেসা গিরস্তি সাকিম মৌজে বাগখালি চাকলে নিজামপুর

সওাল ওই ফৈরিয়াদির নালিশ স্তুনিছিস এহার কি জওাব দিস

জওাব দিল আমি ফৈরাদির পীতা জাফর মাহাম্মদকে কিছু মাইরপীট করিছিলাম না আর ফৈরাদির মামু আলাম ও দৌলতকেহ কিছু মাইর পীট করি নাই আর রাত্রিকালে লোক সকল সমেত ফৈরাদির ঘরে সান্দাই নাই ইতি

পরে দোসরা আসামিকে জিজ্ঞাসা গেল তুই কোন জোবান ভাল জানিস

জওাব বাঙ্গলা

সওাল　তোর নাম ও তোর বাপের নাম ও বএস ও জাত ও দিন ও পেসা কি ও তোর সাকিম কোথা

জওাব　আমার নাম চান্দগাজী আমার বাপের নাম ঠাকুরধন বএস [sic] ২১ বৎস্বর জাত সেখ দিন এছলাম পেসা গিরস্তি সাকিম বাগখালি চাকলে নিজামপুর

সওাল　তুই ফৈরাদির নালিস স্থনিছিষ এহার কি জওাব দিস

জওাব দিল আমি ফৈরাদির পীতা জাফর মাহাম্মদকে কিছু মাইরপীট করি নাই আর ফৈরাদির মামু আলাম ও দৌলতকে কিছু মাইরপীট করি নাই আর রাত্রিকালে ফৈরাদির ঘরে সান্দাই নাই নাহক তহমত দিয়া কএদ করাইয়াছে ইতি। [৪]

পরে তিসরা আসামিকে জিজ্ঞাসা গেল তুই কোন জোবান ভাল জানিস

জওাব　বাঙ্গলা

সওাল　তোর নাম ও তোর বাপের নাম ও বএস ও জাত ও দিন ও পেসা কি ও তোর সাকিম কোথা

জওাব　আমার নাম মাহাম্মদ জীবন ও আমার বাপের নাম ঠাকুরধন বএশ ২৭ বৎস্বর জাত সেখ দিন এছলাম পেসা গিরস্তি সাকিম বাগখালি চাকলে নিজামপুর

সওাল　তুই ফৈরাদির নালিস সুনিছিস এহার কি জওাব দিস

জওাব দিল আমি ফৈরাদির পীতা জাফর মাহাম্মদকে কিছু মাইরপীট করি নাই আর ফৈরাদির মামু আলাম ও দৌলতকেহ মারি নাই আর রাত্রিতে ফৈরাদির ঘরে সান্দাই নাই নাহক আমাকে তহমতেতে কএদ করাইয়াছে ইতি—

পরে ফৈরাদিকে জিজ্ঞাসা গেল আসামিআনে তোমার নালীস হৈতে মনকির হইলেক তুই আপনা নালিস কি প্রকার সাবুদ করিবি

জওাব দিল আলাম ও মাহাম্মদ তকি ও ইওছফ ও দৌলত ও পাঠুয়া ও দিগর পাঠুয়া ও হাড়িধন ও আকীঞ্চন ও পরাডীন ও দুর্গারাম সাক্ষিআনের সাহিদিতে সাবুদ [=ফরাগুিল?] করিব ইতি

পরে এক সাক্ষী হাজির হইয়া কোরান মজিদ হাতে লইয়া **কসম করিল**

সওাল　তুই কোন জোবান ভাল জানিস

জওাব　বাঙ্গলা

সওাল　তোর নাম ও তোর বাপের নাম ও বএস ও জাত ও দিন ও পেসা কি ও তোর সাকিম কোথা

জওাব　আমার নাম আলাম আমার বাপের নাম হাবিস বএস ৪০ বৎস্বর জাত সেখ দিন এছলাম পেসা গিরস্তি সাকিম মৌজে বাগখালি চাকলে নিজামপুর

সওাল　তুই এই আসামিআনকে চিনিস

জওাব　সকলকেহৈ চিনি

সওাল　ফৈরাদির পীতা মাহাম্মদ জাফর জখমি [৫] হইবার মকর্দ্দমাতে জে কিছু ওয়াকিব থাকিস আর আপন চক্ষে দেখিয়া থাকিস সত্য জাহের কর

জওাব　সন ১২০২ বার সও দুই বাঙ্গলার আসাড় মাসের দুই দিবষ বাকি থাকিতে রোজ ব্রহষ্পতিবার দুই ঘড়ি রাত্রি বাকি থাকিবার কালে আমি আপনা ঘরে সুইয়া ছিলাম জাফর ডাক দিলেক আমাকে খুন করিল এহা স্থনিয়া আমি ঘরে হৈতে বাহেরে আসিলাম সমসের মাঝি মজকুর এক লাঠীর বাড়ি আমার

পিয়েঠ মারিল পরে আমার ভাই দৌলত পিছে হৈতে গেল তাহাকেহ চান্দগাজি মাটীতে ফেলিয়া কীল ও কনি মারিতে লাগিল পরে আমি ও জাফর ও দৌলত এই তিন জন জমা হইয়া জাফর মহলুকের দরওাজাতে গেলাম ও এইসব হালত আমরা দেখিয়া জলেতে পড়িলাম এই সমসের মাঝি ও চান্দ গাজি আসামিআন জাইয়া লাঠীর বাড়ী জলেতে আমার উপর মারিল জাফর লাচার হৈয়া কিনারে জাইতে চাহিল জিবন আসিয়া এক লাঠী তাহার আড়াই হাত লম্বা আর মোটা দুই হাতের মুষ্টী হৈতে কিছু জেয়াদা ডাহিন পাএর পাতাতে বাড়ি মারিয়া পাএর পাতার অস্তি [sic] ভাঙ্গীলেক জাফর লাঠীর বাড়ী খাইয়া সমসেরকে কহিল তুই আমার ধর্ম্মের পীতা হইষ আমি মাইরের তাবেস সহিতে পারি না আমাকে মাপ কর আর মারিস না ফের সমসের মাঝি মজকুরহ দুইঠা লাঠীর ঘুসা তাহার বুকেতে মারিল আর দুই লাথিহ তাহার উপর মারিলেক আর পাটুয়া ও [৬] মাহাম্মদ তকি ওগয়রহ লোকসকল আসিয়া এইসব রোদাদ দেখিলেক আর তিনখানা কাপড় আমার ও আমার ভাই দৌলতের আর জাফর মজকুরের সেইখানে পড়িয়াছিল সেই কাপড়কে সমসের মজকুরের ভগ্নী মছমাত দেওয়ানি নিয়া গেল আর জাফরের বেটা মছনদ আলী সাহিদি জর্ন্নে [জন্যে] লোকসকলকে কাজীয়া ও মাইরপীটের জাগাতে আনিতেছিলেক এই সমসের ও চান্দ গাজী আসামিআন মছনদ আলি মজকুরকে দেড় কানিতক দৌড়াইয়া গেলেক আমি এইতক জানি

ফের জাহির করিল আমি বাটীতে সুনিয়াছীলাম জে সিতাকুণ্ডের থানাতে তলব হইয়া সেখান হৈতে চালান হইয়াছে ইতি

সওাল জখন এই জিবন আসামি জাফরের পাএর পাতার উপর লাঠী মারিয়া পাতা ভাঙ্গীলেক তখন রাত্রি ছিল কি দিন হইয়াছীল আর কি আন্দাজ দিন হইয়াছীল কিবা রাত্রি বাকি ছিল

জওাব আদ ঘড়ি রাত্রী বাকি রহিছিল

সওাল তখন তুই জলে ছিলি কি সুখানেতে

জওাব দিল আমি জলেতে ছিলাম

সওাল লাঠী মারিবার জাগা হৈতে কি আন্দাজ তাপাওত ছিলি

জওাব ছয় হাত তাপাওত গলাতক জলে রাখিয়া দেখিয়াছিলাম

সওাল দৌলত কোথাএ ছিল

জওাব দৌলতহ তখন জলের মৈধ্যে ছিল

সওাল দৌলত কি আন্দাজ তাপাওত ছিল

জওাব দৌলত দুই তিন হাত আমা হৈতে তাপাওত ছিল

সওাল তখন আর কোন লোক [৭] সকলে সেইখানে ছিলেক

যওাব পাটুয়া আর মাহাম্মদ তকি সেইখানে ছিলেক

সওাল জখন জীবন জাইয়া চড়িল তখন দোসরা আসামিআন কোথাএ ছিলেক

জওাব নিকট নিকট খাড়া ছিলেক

সওাল চাইর পাচ আসামিআন লাঠীসমেত নিকট নিকট খাড়া ছিলেক আর তুমি জলেতে আর রাত্রিহ আদা ঘড়ি বাকি ছিল কি প্রকার জানিয়াছিলি জে জিবন কি আর কেহ দোসরাতে মারিল

জওাব আমি সব্দেতে বুঝিয়াছিলাম জে জিবন মারিয়াছে

সওাল তুই লিখিয়া দিয়াছিস সব্দেতে বুঝিয়াছি অতএব জানা গেল জাফরের পাএর পাতার উপর লাঠী পড়িবার সমএ মারইয়ারঘরে হাত আর মুখ দেখিয়া ছিলিনা

জওাব দেখিয়াছিলাম জে এই জিবন আসামী ছিল ইতি

পরে ফৈরাদিকে জিঙ্গাসা [sic] গেল এই সাক্ষী পাস কিছু সওাল করিবী

ফৈরাদি সওাল করিল জাফর মজকুর সেই জখমেতে মরিলেক কি আর কিছু পীড়িত ছিল

জওাব সেই জখমেতে মরিলেক আর কিছু আজার ছিল না

ফের সওাল করিল বাকর [জাফর] মাহাম্মদের গরুসকল সমসের ও চান্দাগাজি ও জিবন রু=রু সন ১১৫৪ মঘিতে চুরি করিয়াছিল সাক্ষী মজকুর জানে কিনা

জওাব দিলেক জখন সমসের ওগয়রহ আসামিআন গরুসকল চুরির তহমতেতে পাকড়া হইলেক সেই সমএতে দেখিয়াছিলাম

ফের সওাল করিল মেস্ত্র কৌলবরক [= Mr Colebrooke] সাহেবের ওক্তেতে [৮] এই সমসের ওগয়রহ আসামিআন জে সিসা আর তামা আর পিতল এক মহাজনের চুরি করিয়াছিল আখের আসামিআন মজকুর জে মহাজন মজকুরকে ফিরাইয়া দিয়া রাজি করিয়াছিল এহা সাক্ষী মজকুর জানে কিনা

জওাব এহা আমি সুনিয়াছিলাম জে আসামিআন চুরি করিয়াছিল আর পুনস্চ ফিরাইয়া দেওনে তাহাকে দেখিয়াছিলাম

সওাল হজুর জাফর মহলুক মরিবার কালে তুই হাজির ছিলি

জওাব তাহার মরনের দুই দিবষ পূর্ব্বে তাহার নিকট সহরে আসিয়াছিলাম ১৪ চদ্দই কি ১৫ পোনরই মাহে শ্রাবন রোজ রবিবার দুই ঘড়ি রাত্রি বাকি থাকিতে আমার সাক্ষ্যাতে মরিলেক

সওাল তুই দেখিয়াছিস তখন জাফর মহলুকের আপন পাএর জখম ভাল হওার ধারাতে ছিলেক কি ডাবিয়াছীল

জওাব পাএর জখম ভাবিয়া খাইতে ২ জানুতক ছড়িয়াছিল আর তার উরাত ফুলিয়া-ছিল

পরে আসামিআনকে জিঙ্গাসা গেল এই সাক্ষীকে কিছু সওাল করিবা

জওাব জিজ্ঞাসা করেন সাক্ষী মজকুর ফৈরাদির তালুকের সরিক হএ কিনা

জওাব আমি ফৈরাদির তালুকের সরিক আছি

ফের সমসের মাঝি আরজ করিলেক সাক্ষী মজকুর চান্দগাজী আসামিকে মারিয়াছিল এহার ঠাই কি সওাল করিব

পরে চান্দগাজী আসামি সওাল করিল প্রথম আমারঘরে মৈধ্যে [৯] কে জাফরের বাড়ি আসিয়াছিল

জওাব প্রথম চান্দগাজি মজকুর আসিয়াছিল

ফের সওাল করিল তাহার পরে কে ও তাহার পরে কে ছিল ছিলাম তে বয়ান করহ

জওাব আমি এহা কহিতে পারিব না

ফের চান্দ আসামি সওাল করিল গরু চুরির তহমতে জে আমরা পাকড়া গিয়াছিলাম এহার পুর্ব্বে সেইসকল গরু কাহার ছিল

জওাব এহার পুর্ব্বে সমাচার জানি না

পরে জিবন আসামি সওাল করিল আমি কোন মুখি খাড়া হইয়া জাফরকে লাঠী মারিয়াছিলাম

জওাব পশ্চীমমুখ খাড়া হইয়া মারিয়া ছিলা

ফের সওাল করিল সাক্ষী কোনমুখি খাড়া হইয়া ছিল

জওাব আমি দক্ষীনমুখী জাফরের দিগে চাহিয়া রহিয়াছিলাম ইতি শ্রীআলাম

পরে দোসরা সাক্ষী হাজির হইয়া কোরান মজিদ হাতে করিয়া কসম করিল

সওাল তুই কোন জোবান ভাল জানিস

জওাব বাঙ্গলা

সওাল তোর নাম ও তোর বাপের নাম ও বএষ ও জাত ও দিন ও পেসা কি ও তোর সাকিম কোথা

জওাব আমার নাম মাহাম্মদ তকি ও আমার বাপের নাম সুলতান মাহাম্মাদ বএস ৩০ বৎস্বর জাত সেখ দিন এছলাম পেসা গিরস্তি সাকিম মৌজে বাগখালি

সওাল তুই এই আসামিআনকে চিনিস

জওাব সকলকেহৈ চিনি

সওাল তুই ফৈরাদির পীতা মাহাম্মদ জাফর জখমি হওনের [১০] মকর্দ্দমার জে কিছু ওয়াকিব আছিস আর আপন চর্ক্ষে দেখিয়াছিস সত্য জাহের কর

জওাব ২৮ মাহে আসাড় সন ১২০২ বাঙ্গলা রোজ স্তক্রবার রাত্র ভোরের ওক্তে আমি ঘরে হৈতে বাহির হইয়া স্তনিলাম জে লোকসকলে বলিতেছে খুন হইলাম খুন হইলাম পরে কাজিআর জাগাতে গিয়া দেখিলাম জে মাহাম্মদ জাফর ও আলাম ও দৌলত জলেতে পড়িয়াছে সমসের মাঝি ও চান্দ গাজী এই দুইজনে জলেতে তাহারঘরে লাঠী মারিতেছিল জিবন ও কাদের পুষ্কর্ন্নির পাড়ের নিকট খাড়া ছিল জাফর মজকুর জলে হৈতে সুখনাতে আসিয়া কিনারে বসিয়া পাও মেলিয়া বসিছিল সেই সমএ এই জিবন আসামি একটা লাঠীর বাড়ী জাফর মজকুরের ডাহিন পাএর পাতার উপর মারিলেক লাঠী আড়াই হাত লম্বা আর মুষ্টির বেড় হৈতে তিন আঙ্গুল জেয়াদা মোটা ছিল আর তাহার পাএর পাতা সেই লাঠীর বাড়ীতে ভাঙ্গীলেক তাহার পরে এই সমসের মাঝি অসামি দুইঠা লাঠীর ঘুসা জাফর মজকুরের বুকের উপর মারিছিল আর এহার পুর্ব্বে এই আসামিআনঘরে জাফরের সঙ্গে জমিনের কাজিয়া দুইএতে দরপেস ছিল আর সেই দিবস কি জর্ন্যে কাজিয়া ফসাদ তুল হইলেক আমি জানিনা পরে কএকখান কাপড় সমসের মজকুরের ভগ্নি মছমাত দওানি লইয়া গেল আর সমসের মাঝী [১১] ও চান্দ গাজী মছনদ আলিকে দৌড়াইয়া নিয়াছিল আমী এই তক জানি আর আমি সেখান হৈতে ফিরিয়া আসবার কালে দেখিলাম সমসের মজকুরের মাতা আর পিতা কেবল খাড়া আছে ইতি

সওাল জখন সমসের মাঝি ও চান্দ গাজি জাফর ওগয়রহকে লাঠী দিয়া জলেতে মারিতেছিল তুই সেইখান হৈতে কত দুর আন্দাজ তপাওত ছিলি

জওাব দিল আমি পুষ্কর্ন্নির পাড়ের উপরে ১৫ হাত তাপাওত ছিলাম

সওাল তুই দেখিয়াছিলি জে তখন জাফরের হাতে কোনো লাঠী ছিল

জওাব ছিল না

সওাল সেই সমএ আর কোন কোন লোক ঐ জাগাতে হাজির ছিল আর সেইখান হৈতে কতো দুর তপাওত ছিলেক

জওাব পাটু আমার নজদিগ খাড়া আর আমি জাওনের পুর্ব্বে হৈতে সেইখানে ছিল আর দিগর পাটু ও ইছুফ আমি গিয়াছিলাম পরে সেইখানে আসিল

সওাল জিবন মজকুর জাফরের পাএর পাতার উপর লাঠী কোনমুখি খাড়া হইয়া মারিয়া ছিল

জওাব পশ্চিম মুখ খাড়া হইয়া মারিয়াছিল

সওাল তুই কোন মুখি খাড়া ছিলি

জওাব আমিহ পশ্চীম মুখি খাড়া ছিলাম

সওাল তুই জিবনের কোন তরফে ছিলি

জওাব আমি জিবনের পুর্ব্ব তরফে ছিলাম

সওাল তুই দেখিয়াছিলি আলাম ও দৌলতের হাতে সেই সমএতে [১২] কিছু ছিল

জওাব তাহারঘরে হাতে কিছু দেখি নাই

সওাল তুই জানিস জে জাফর ও আলাম ও দৌলত মজকুরান আসামি আনঘরে কিছু মারিয়াছিল

জওাব আমি দেখি নাই

সওাল জখমি হইলে পর জাফর মজকুরের হাল কিমত হইল

জওাব দিল জখমি হওনের পর ওহার বাড়ির লোকসকলে ওহাকে সহরেতে আনিলেক ফের কি হইল আমি জানি না।

সওাল জখমি হওনের কএ দিবস পরে জাফর মজকুরকে সহরে আনিয়াছিল

জওাব সেই মাইরপীটের দিবস পুর্ব্বমুখি সিতাকুণ্ডের নালে য়ানিলেক ফের কোথাএ নিলেক আমি জানিনা দফন করনের দিবস দেখিয়াছিলাম

সওাল দফন করোনের দিবস জাফরের পাও দেখিয়াছিলি জে পাএর পাতার ঘাও কিমতো হইয়াছিল

জওাব ওহার জখম খাইতে খাইতে পাও ছড়িয়াছিল আর ছড়িয়া জানুর নজদিগ তক গিয়াছিল

সওাল ওহার ঐ জখম দেখিয়া কি অনুভাব করিলি জে সেই পাও ভাঙ্গাতেহৈ জাফর মজকুর মরিলেক কি আর কিছু পীড়িত হইয়াছিল

জওাব লোকসকলে বলিতেছিলেক ঐ পাএর জখমেতেই মরিয়াছে আর কিছু পীড়িত ছিল না। [১৩]

সওাল তুই কহিতে পারিস জে জাফর মজকুর জখমি হওনের কয় দিবস পরে মরিয়াছে

জওাব দিলেক শ্রাবন মাসে জখমি হওনের ১৭ সতোর দিবস পরে মরিয়াছিল ইতি

পরে ফৈরাদিকে জিজ্ঞাসা গেল এই সাক্ষীর পাস কিছু সওাল করিবা

জওাব জিঙ্গাসা করেন সমসের মাঝি জাফরের বুকেতে জে লাঠীর ঘুসা মারিয়াছীল দফন করিবার সমএতে সেই ঘুসার দাগ তাহার বুকেতে কি মতো দেখিয়াছিলি

জওাব ছাল গিয়াছীল

ফের সওাল করিল আলাম মাঝির হামরাতে জে এই আসামিআন গরূ চুরি করিবার জর্ন্বে জাইতে আর গরূসকল চুরি করিয়া নিতেক সাক্ষী মজকুর জানে কীনা।

জওাব দিলেক আমি জানি না ইতি

পরে আসামিআনকে জিঙ্গাসা গেল তোমরা এই সাক্ষীর পাস কিছু সওাল করিবি

চান্দগাজী আসামি সওাল করিল ঐকালেতে আমার মাথার জখম সাক্ষী মজকুর দেখিয়াছীল কিনা

জওাব জখন [sic] দেখিয়াছিলাম কিন্ত কার মাইরেতে জখম হইয়াছিল জানি না

ফের সওাল করিল য়াফর [sic] ও দৌলত ও আলাম জে জলেতে পড়িয়াছিল সেই জাগাতে জল কি আন্দাজ ছিল তাহারা জলেতে খাড়া কি বসিয়াছীলেক

জওাব গলাজলেতে [১৪] খাড়া হইয়াছিলেক দোসরা আসামি আর কিছু সওাল করিলেক না ইতি শ্রীমাহাম্মদ তকি

পরে ফৈরাদির তিসরা সাক্ষী হাজির হইয়া কোরান মজিদ হাতে লইয়া কসম করিল

সওাল তুই কোন জোবান ভাল জানিস

জওাব বাঙ্গলা

সওাল তোর নাম ও তোর বাপের নাম ও বএস ও জাত ও দিন ও পেসা কি ও তোর সাকিম কোথা

জওাব আমার নাম দৌলত ও আমার বাপের নাম আবদুল মজিদ বএস ৪১ বৎস্বর জাত সেখ দিন এছলাম পেসা চাকরি সাকিম মৌজে বাগখালি চাকলে নিজামপুর

সওাল তুই এই আসামিআনকে চিনিস

জওাব সকলকেহৈ অদ্য তিন বৎস্বর জাবত চিনি

সওাল তুই ফৈরাদির পীতা মাহাম্মদ জাফর জখমি হওনের মকদ্দমার জে কিছু জানিস সত্য জাহের কর

জওাব দিগেক [=দিলেক] সন ১২০২ বাঙ্গলা সনের আসাড় মাসের দুই দিবস বাকি থাকিতে ব্রহস্পতিবার দুই ঘড়ি রাত্রি বাকি থাকিতে সোর হইলেক জে খুন করিল খুন করিল এই সোর স্থনিয়া আমি আর আলাম একখানে জে সুইয়া ছিলাম জাইয়া দেখিলাম জে আসামিআনরা জাহাকে পাএ তাহাকেহৈ মারে আর আমাকেহ লাঠী ও বরছী মারিলেক মাইরের তাবেস সহিতে না পারিয়া আমি ও আলাম ও জাফর মজকুর এই তিনজনে জলেতে পড়িলাম জাফর মজকুর জলে হৈতে উঠিয়া কিনারাতে [১৫] বসিল এই জিবন আসামি আসিয়া এক লাঠী তার তুল আড়াই হাত লম্বা মোটা এক মুষ্টী হৈতে তিন আঙ্গুল জেয়াদা ছীল জাফর মজকুরের ডাহিন পাএর পাতার উপর মারিল তাহাতে পাএর পাতা ভাঙ্গীল আর আমি ও আলাম জে গলা জলেতে ছিলাম চান্দগাজী আর সমসের মাঝি আমারঘরে ঘিরাও করিয়া খাড়া রহিল আমরা জলে হৈতে সমসের মাঝির পীতা ও মাতা ও ভগ্নিকে দেখিলাম তাহারাহ সেইখানে খাড়া হইয়াছে মাহাম্মদ তকি ও পাঠু সমসের মাঝিকে কহিতে লাগিলেক আদমি খুন হইল খুন হইল পরে সমসের মাঝী জাইতে ছিলেক ফিরিয়া আসিয়া লাঠীর দুই ঘুসা জাফরের বুকেতে মারিল পরে জাফরের বেটা মছনদ আলি সাহিদ করিবার জর্ন্যে লোকসকলকে আনিতেছিল সমসের মাঝী কহিল তিনজনকে মারিয়াছি আমরা একজন বাকি আছে ফের মছনদ আলির পিছা করিয়া দৌড়াইয়াছিল এই সেওায় আর কিছু জানি না ইতি

ফের জাহির করিল দুইখান ধুতি আর একখান চাদর আমার আর আলামের আর জাফরের সমসের মাঝি মজকুরের ভগ্নি মছমাত দওানি নিয়াছিল ইতি

সওাল জে জাগাতে জিবন জাফরকে লাঠী মারিলেক তুই সেই জাগা হৈতে কত দুর তপাওত ছিলি

জওাব দসহাত তপাওত ছিলাম

সওাল সেই সমএ জিবন [১৬] কোন মুখি খাড়া হইয়া মারিয়াছিল

জওাব দক্ষিণমুখি খাড়া হইয়া মারিয়াছিল

সওাল আর কে কে সেখানে হাজির ছিল

জওাব দিলেক ইছুফ ও মাহাম্মদ তকি ও পাঠুয়া আর দিগর পাঠুয়া হাজির ছিল

সওাল জখমি হইলে পর জাফরের হাল কিমত হইয়াছীল তুই জানিস

জওাব জখমি হইলে পর আমী এহা দেখি নাই

সওাল সেই সমএ আসামিআনঘরে জাফর ও আলাম কিছু মারিয়াছীল আর তখন আলাম ও জাফরের হাতে কিছু হাতির [=হাতিয়ার ?] ছীল

জওাব আমি জানীনা আর দেখিছিলাম না

সওাল জাফরকে মারিবার [মরিবার ?] কালে তুই দেখিয়াছীলি

জওাব আমি দেখিছিলাম মাসতারিখ আমার মনে নাই জখমি হওনের সোল দিবস পরে মির্ত্তু হইয়াছে

সওাল তুই দেখিয়াছিলি ওহার পাএর জখম কিমতো হইয়াছিল

জওাব মহলুকের লাস গোছোল করাইতে দেখিলাম তাহার পাও জানুতক ছড়িয়াছে আর এক রগ সেওায় পাও তক কিছু ছিল না

পরে ফৈরাদিকে জিজ্ঞাসা গেল এই সাক্ষীপাস কিছু সওাল করিবি

জওাব দিলে জিজ্ঞাসা করেন সমসের মাঝির লাঠীর ঘুসাতে আর লাথিতে জাফর মজকুরের বুকের ছাতি কিমত হইয়াছিল আর কিছু দাগ হইয়াছীল কিনা

জওাব ছাতির উপর আর দুই কোখেতে চাইর পাচ জাগাএ ছাল গিয়াছীল আর ডাহিন হাতের ব্রর্দ্ধ [=বৃদ্ধ] [১৭] অঙ্গলি ও তর্জ্জনি অঙ্গলি এই আঙ্গুলের মধ্যে এক জখম ছিল

ফের সওাল করিল সাক্ষী মজকুর দরইপ্ত করিয়া থাকিবেক জে জাফর মজকুর ঐ সব জখমের চুটেতে মরিলেক কি আর কিছু পিড়া ছীল

জওাব আমি জানী জে এইসব চোটেতে মরিয়াছে আর কিছু পীড়া ছিলনা ইতি—

পরে আসামিআনকে জিজ্ঞাসা গেল এই সাক্ষী পাস তোরা কিছু সওাল করিবি

সমসের আসামি জওাব দিল সাক্ষী মজকুর ফৈরাদির রেস্তাদার ওহার ঠাই কি সওাল করিব

পরে জিবন আসামি সওাল করিল জখন আমি মারিয়া ছিলাম রাত্রী কি দিবা ছিল

জওাব একঘড়ী রাত্রী বাকি ছীল আর জোনাক রাত্রী ছীল

ফের সওাল করিল সাক্ষী মজকুর মাইরের জাগা হইতে দসহাত তাপাহুত ছিল এহাতে কি প্রকার আমার মুখ চিনিলেক আমি জাফরকে লাঠী মারিয়াছিলাম

জওাব সেস রাত্রি আর জোনাকরাত্রী ছিল অতএব চিনিয়াছিলাম

পরে চান্দ গাজী আসামী সওাল করিল আগুতে দুইজন সাক্ষীতে লেখাইয়াছে জিবন পশ্চীমমুখি খাড়া হইয়া জাফরকে মারিয়াছিলো এই সাক্ষী মজকুর লেখাইতেছে জিবন দক্ষীনমুখি খাড়া ছিলো সাহেব একথার গৌর করেন

ফের চান্দ গাজী সওাল করিল জিবন লাঠী মারিয়া কোন তরফে গেল সাক্ষী মজকুর জানে কিনা [১৮]

জওাব সমসের ও চান্দ গাজী উত্তরমুখী মছনদ আলী ফৈরাদিকে দৌড়াইয়া গেল জিবন পুবে গেল ইতি শ্রীদৌলত

পরে ফৈরাদির চৌথা সাক্ষী হাজীর হইয়া কোরান মজীদ হাতে লইয়া কসম করিল

সওাল তুই কোন জোবান ভাল জানীষ

জওাব বাঙ্গলা

সওাল তোর নাম ও তোর বাপের নাম ও তোর বএস ও জাত ও দিন ও পেসা কি ও তোর সাকিম কোথাএ

জওাব আমার নাম পাঠুয়া আমার বাপের নাম বদন বএস ১৭ বৎস্বর জাত সেখ দিন এছলাম পেসা গীরস্তী ও চাকরি সাকিম মৌজে বাগখালি

সওাল তুই এই আসামীআনকে চিনিস

জওাব সকলকেহৈ জিনি [=চিনি]

সওাল তুই ফৈরাদীর পিতা মাহাম্মদ জাফর জখমি হওনের মকদ্দমাতে জে কিছু ওয়াকিব থাকিস সত্য জাহের কর

জওাব দিলেক সন ১২০২ বাঙ্গলার আসাড় মাসের দুই দিবস বাকী থাকিতে রোজ ব্রহস্পতিবার দুই ঘড়ি রাত্রি বাকি থাকিবার কালে লোকসকলে সোর করিতেছিলেক জাফরের বাড়ী ডাকাতি হইয়া জাফর খুন হইল আমি এই কথা সুনিয়া দসহাত তপাওত জাইয়া দেখিলাম সমসের মাঝি ওগয়রহ জাফরকে লাঠী দিয়া আর কনি মারিতেছে জাফর মাইর সহিতে না পারিয়া জলেতে পড়িলেক ফের সমসের মাঝি ও চান্দগাজি লাঠীসমেত জলের মধ্যে গিয়া জখন ডুব দিয়া মাথা [১৯] উঠাএ তখনি মাথার উপর লাঠী মারে অতএব জাফর সহিতে না পারিয়া লাচার হইয়া জলে হৈতে ডোবার দক্ষীন কিনারে উঠিয়া পাও মেলিয়া লম্বা করিয়া বসিল তখন জিবন আসামি এক লাঠীর বাড়ি জাফর মজকুরের ডাইন পাএর পাতাতে মারিলেক লাঠী আড়াই হাত লম্বা আর মোটা এক মুষ্টী তিন আঙ্গুল হৈতে জেয়াদা বড় এহাতে তাহার পাএর পাতার অস্তি ভাঙ্গীল তখন মছনদ আলী ফৈরাদি সাক্ষীর জন্যে লোকসকলের কারন আসিতেছিল চান্দ গাজী কহিল একজন বাকি থাকিল ওহার পীছা করিয়া দৌড়িলেক আর সমসেরের ভগ্নি মছমাত দওানি কএক খান কাপড় জে সে কাহার ছিল তাহা লইয়া গেল আর সমসের মজকুরের পীতা ও মাতা ও ভগ্নি আর কাদের কাজীয়ার জাগাতে ছিলেক আর দেখিয়াছিলাম আলাম ও দৌলত সাক্ষীআনের হাত ও পাও দিয়া রক্ত পড়িতেছিল আমি এই সেওায় আর কিছু জানী না ইতি

সওাল জিবন জাফরকে লাঠী মারিবার সমএতে কিছু রাত্রী বাকি ছিল

জওাব রাত্রি সেস হইয়াছিল আর সকল প্রকাস হইয়াছিল

সওাল তুই সেই জাগা হৈতে কি আন্দাজ তাপাওত ছিলি

জওাব দস হাত তাপাওত ছিলাম

সওাল জিবন কোন মুখি খাড়া হইয়া জাফরকে লাঠী মারিয়াছিল

জওাব পশ্চীম [২০] মুখি খাড়া হইয়া মারিয়াছিল

সওাল　তুই তখন জাফর ও আলাম ও দৌলতের হাতে কিছু হাতিআর দেখিয়াছীলি আর এহারাহ আসামিআনঘরে মারিয়াছীল

জওাব　জাফর ওগয়রহর হাতে কিছু হাতিয়ার ছিল না আর এহারা আসামিআনঘরে মারিছীল না

সওাল　তখন জিবন জাফরকে মারিয়া কোন দিগে গেল

জওাব　পুবমুখি গিয়াছিল

সওাল　সেই দিবস পরে জাফর মজকুরকে দেখিয়াছিলি কিমত হইয়াছীল

জওাব দিল　তাহার পর দেখিছীলাম না কিন্তু তাহার সোল দিবস পরে মরিলেক দফন করিবার কালে দেখিয়াছীলাম

সওাল　দফনের সমএ ওহার পাএর জখম কিপ্রকার ছীল

জওাব　তাহার পাও জানুতক ছড়িয়াছীল

সওাল　কাজিআর জাগাতে আর কে কে ছিল

জওাব　ইছুফ ও মাহামুদ তকি ও দিগর পাঠুয়া হাজির ছিল

সওাল　তুই কহিতে পারিস জাফর মজকুর জখমের পীড়াতে আর পাও ছড়নেতে মরিলেক কি আর কিছু পীড়া ছীল

জওাব　কিছু পীড়া ছীল না ঐ জখমের পীড়া আর পাও ছড়নেতে মরিয়াছে

পরে ফৈরাদিকে জিঙ্গাসা গেল এই সাক্ষীর পাস কিছু সওাল করিবা

জওাব　কিছু সওাল করিব না

পরে আসামিআন ঘরে জিঙ্গাসা গেল তোরা কিছু সওাল সাক্ষীর পাস করিবি

জওাব দিলেক　সাক্ষী মজকুর [২১] মিথ্যা সাক্ষী দিতেছে এহার ঠাই কি সওাল করিব ইতি শ্রীপাঠু

পরে ফৈরাদির পঞ্চম সাক্ষী হাজির হইয়া কোরান মজিদ হাতে লইয়া কসম করিল

সওাল　তুই কোন জোবান ভাল জানিস

জওাব　বাঙ্গলা

সওাল　তোর নাম ও তোর বাপের নাম ও বএস ও জাত ও দিন ও পেসা কি ও তোর সাকিম কোথায়

জওাব　আমার নাম পাঠুয়া আমার বাপের নাম মাহাম্মদ রফি বএস ২০ বৎস্বর জাত সেখ দিন এছলাম পেসা গিরস্তি সাকিম মৌজে বাগখালী চাকলে নিজামপুর

সওাল　তুই এই আসামিআনকে চিনিস

জওাব　সকলকেহৈ চিনি

সওাল　তুই জাফর মহলুকের পাও ভাঙ্গীবার সমএ হাজির ছীলি আর আপন চর্ক্ষে দেখিয়াছিস জে কোন লোকে ভাঙ্গীয়াছে

জওাব দিল　আমি তাহার চাইর হাত তাপাওত থাকিয়া দেখিয়াছীলাম জিবন ভাঙ্গীয়াছে

সওাল　কি দিয়া ভাঙ্গীয়াছে

জওাব　লাঠী দিয়া সেই লাঠী লম্বা আড়াই হাত মোটা এক মুষ্টী তিন আঙ্গুল হইতে জেয়াদা বেড় তাহার বাড়ী ডাহিন পাএর পাতার উপর মারিলেক তাহাতে পাএর অস্তি ভাঙ্গীয়াছিল

সওাল তখন জাফর কোথায় ছিল

জওাব ডোবার দক্ষীন কিনারে ছিল

সওাল তুই দেখিয়াছীলি জাফরকে আর কেহো মারিয়া [২২] ছিল

জওাব তখন জিবন সেওাএ আর কেহো মারিতে দেখি নাই

সওাল জিবন কোন মুখি খাড়া হইয়া মারিয়াছীল

জওাব উর্ত্তর মুখি খাড়া হইয়া মারিয়াছীল

সওাল আর কে কে সেইখানে ছিল

জওাব মাহাম্মদ তকি ও ইছুফ ও ও [sic] পাঠুয়া দিগর আর দৌলত আর আলাম জলেতে ছিলেক

সওাল কোন সমএতে মারিয়াছিলেক

জওাব নমাজের সমএ প্রতৈ মারিয়াছীল

সওাল তুই সেই দিবস পরে আর কখনহ জাফরকে দেখিয়াছীলি

জওাব সেই দিবস সেওাএ পুনর্শ্চ দফনের রোজ আসিয়া দেখি ছিলাম জে তাহার পাএর জখম ছড়িয়া জানুর নিচেতক গিয়াছিল

সওাল তুই কহিতে পারিস জে সেই জখমেতে জাফর মজকুর মরিলেক কি আর কিছু জখম পীড়া ছিল

জওাব সেই জখমেতেই মরিয়াছে আর কিছু পীড়া ছীলনা

সওাল তুই দেখিয়াছিলি জে জাফর ও আলাম ও দৌলতের হাতে কিছু হাতিআর ছিল আর এহারা আসামিআনঘরে মারিয়াছীল

জওাব দিল জাফর ওগয়রহর হাতে কিছু হাতিয়ার ছিলনা আর দেখিনাই আর আসামিআন উপর কিছু মারিতে দেখিনাই কিন্তু চান্দগাজীর মাথা হৈতে রক্ত পড়িতেছীল কে মারিলেক জানি না ইতি [২৩]

পরে ফৈরাদিকে জিজ্ঞাসা গেল কিছু সওাল করিবি সাক্ষীর পাস

জওাব দিল জিজ্ঞাসা করেন জিবন মারিলে পর সমসের মাঝিহ জাফর মজকুরকে মারিয়াছীল কিনা

জওাব দিল জাফরের বুকের উপর সমসের মাঝি লাঠীর ঘুসা মারিয়াছীল পরে আসামিআনকে জিজ্ঞাসা গেল তোরা কিছু সওাল সাক্ষী পাস করিবি

সমসের আসামী সওাল করিল আমি কোন জাগাতে কোন সমএতে জাফরকে লাঠীর ঘুসা মারিয়াছিলাম

জওাব পাও ভাঙ্গনের পরে সমসের লাঠীর ঘুসা মারিয়াছীল

জিবন ও চান্দ গাজি আরজ করিল সাক্ষী মজকুর তহমতেতে মিথ্যা সাহিদি দিতেছে এহার ঠাই কি সওাল করিব ইতি শ্রীপাঠুয়া

৬ ৭ ৮ ৯

পরে সসম সাক্ষী আকিঞ্চন ও সপ্তম সাক্ষী হাড়ীধন ও অষ্টম সাক্ষী ফরানগুিল ও নবম সাক্ষী দুর্গারাম হাজীর হইয়া জাহের করিলেক আমরা মাইর পীটের সমএতে হাজীর ছিলাম না তাহার পরে ফৈরাদির বাড়ী গিয়া দেখিলাম জাফরের পাও ভাঙ্গীয়াছিল ইতি এই সাক্ষীআন মজকুর মাইরপীটের কালে ছিলনা অতএব এহারঘরে কসম দেওয়া গেলনা ইতি শ্রীঅকীঞ্চন শ্রী হাড়ীধন শ্রীফরানগুিল শ্রীদুর্গারাম [২৪]

পরে ফৈরাদিকে জিজ্ঞাসা গেল এই সেওাএ আর কারে সাক্ষী রাখিস

জওাব মাহাম্মদ ইছুফ আমার সাক্ষী আছে এ সেওাএ আর নাই ইতি

পরে ফৈরাদির দসম সাক্ষী মাহাম্মদ ইছুফ তলবমতে হাজীর হইয়া কোরান মজিদ হাতে লাইয়া কসম করিল

সওাল তুই কোন জোবান ভাল জানিস

জওাব বাঙ্গলা

সওাল তোর নাম ও তোর বাপের নাম ও বএস ও জাত ও দিন ও পেসা কি ও তোর সাকিম কোথা

জওাব আমার নাম মাহাম্মদ ইছুফ আমার বাপের নাম স্থুলতান মাহাম্মদ বএস ৪৪ বৎশ্বর জাত সেখ দিন এছলাম পেশা গিরস্তী সাকিম মৌজে বাগখালি

সওয়াল তুই মাহম্মদ জাফর মতোফার পাওভাঙ্গন আপন চক্ষে দেখীয়াছিস যে কে ভাঙ্গীআছে

জওয়াব জিবন ভাঙ্গীয়াছে দেখীয়াছিলাম

সওাল কি দিয়া ভাঙ্গীআছে আর স্বরিতে [=শরীরে?] কোনখানে মারিয়াছিল

জওাব লাঠীর বাড়ী জাফর মজকুরের ডাহিন পাএর পাতাতে মারিয়া অস্তী ভাঙ্গী-য়াছে লাঠি আড়াই হাত লম্বা মোটা এক মুষ্টী দুই আঙ্গুল হৈতে জেয়াদা বেড়

সওাল তুই কি আন্দাজ তাপাওত ছীলী আর কে কে সেখানে ছিল

জওাব বারোহাত তাপাওত ছিলাম আর দুই পাঠুয়া আর মাহাম্মদ তকি ও আলাম ও দৌলত জলে পড়ীয়াছিলেক

সওাল জিবন কোন মুখী খাড়া হইয়া কোন সমএতে মারিয়াছিল

জওাব পশ্চীমমুখী খাড়া হইয়া মারিয়াছিল প্রাত ভোরের ওক্ত ছিল

সওাল তখন জাফর ও আলাম ও দৌলতের হাতে কিছু হাতিআর দেখীয়াছীলী [২৫] আর জাফর ওগএহর [sic] এই আসামীআনঘরে কিছু মারিয়াছিল

জওাব জাফর ওগএরহর হাতে কিছু হাতীয়ার ছিলনা আর চান্দগাজীর মাথা দিয়া রক্ত পড়ীতেছিল কে মারিলেক আমী কহীতে পারিব না

সওাল সেই দিবস পর জাফরকে আর কখনহ দেখীয়াছিলী

জওাব দফনের দিবস দেখীয়াছিলাম

সওাল জাফরের পাএর জখম দফনের কালে কিমত দেখীয়াছীলী

জওাব জানুর নিচেতক ছড়িয়াছিল

সওয়াল তুই কহিতে পারিস জে ঐ জখমেতে মরিলেক কি আর কিছু পিড়া ছিল

জওাব সেই জখমের জরবেতে মরিলেক আর কিছু পিড়া ছিল না

পরে ফৈরাদিকে জিজ্ঞাসা গেল এই সাক্ষীপাস কিছু সওয়াল করিবা

জওয়াব জিজ্ঞাসা করেন জিবনে মারনের পর আর কেহো জাফরকে লাঠির ঘুসা মারিয়াছীল

জওয়াব এই সমসের মাঝি আসামী দুই লাঠির ঘুসা জাফর মজকুরের বুকেতে মারিয়াছিল

পরে আসামীআনকে জিজ্ঞাসা গেল এই সাক্ষীর পাস কিছু সওাল করিবা

সমসের আসামী সওাল করীল জিজ্ঞাসা করেন আমী কোন জাগাতে জাফরকে লাঠির ঘুসা মারিয়াছিলাম আর সাক্ষি মজকুর তখন কোন জাগাএ ছিলেক

জওাব দিলেক আমী ঐ জাগাতে ছিলাম জে ওহাকে মারোনের পরে মানা করিয়া

ধরিয়াছিলাম জে কি জন্নে মারিস আর খোদা ও রসুলকে পনা করিয়াছিলাম

পরে দিগর আসামীআনরা আরজ করিল সাক্ষী মজকুর ফৈরাদির রেস্তাদার মিথ্যা সাহীদী দিতেছে এহার ঠাই কি সওাল করিব ইতি

অদ্য এইতক মকুফ রহীল ইতি শ্রীমাহাম্মদ ইছুফ [২৬]

বিতেরিখ ২০ মাহে জানওরী সন ১৭৯৬ ইছবি মোতাবকে ৯ সহরে রর্জ্জব সন ১২১০ হিজরী রোজ বুধবার—

অদ্য আদালতে এই মকর্দ্দমার তোরফেএল হাজীর হইল পরে ফৈরাদীকে জিজ্ঞাসা গে[ল] এই সেওয়াএ দোসরা আর কেহো তোর সাক্ষী আছে

জওয়াব দিলেক দোসরা আর কেহো আমার সাক্ষী নাই ইতী

পরে আসামীআনকে জিজ্ঞাসা গেল তোমারা [sic] ফৈরাদীর নালিস ও সাক্ষীআনের জবানবন্দী স্থনিলী এইক্ষণ এহার কি জওাব দিস

সমসের মাঝী আসামী জওাব দিলেক আমী ফৈরাদির পিতাকে মারি নাই ফৈরাদির পিতা জমীনের মকর্দ্দমাতে দুই দিবস পূর্ব্বে কাজিয়া করিয়াছীল ফৈরাদীর সাক্ষীয়ানে আদায়ত করিয়া মিথ্যা সাহীদী দিয়াছে ইতি

পরে চান্দ গাজী আসামী জওাব দিল মাহাম্মদ তকী ও পাঠুয়া মহলুকের ভাগীনা আর মাহাম্মদ ইছুফ কাজীয়া করিয়াছিল আমী ফৈরাদির পিতাকে মারিয়াছিলাম না আর সাক্ষীআনরা কারসাজিতে মিথ্যা সাহীদী দিয়াছে ইতি

পরে জিবন আসামী জওাব দিলেক আমী ফৈরাদির পিতা জাফরকে দেখী নাই আর মারি নাই জাফরের বেটা নাহক আমার নামে তহমত দীয়া নালিস করিয়াছে

হকেতে ? আর মাহাম্মদ তকী ও ইছুফ সাক্ষীয়ান আমার ছকেতে [?] মিথ্যা সাহীদী দিয়াছে ইতি

পরে মুপ্তী মাহম্মদ ইছুফের পাস সওাল হইল এই খুন সাবুদ হইল

মুপ্তী মোসারেলে পারসী রোএদাদ লিখিয়া দিলেক পরে মছনদ আলী ফৈরাদিকে জিজ্ঞাসা [২৭] গেল তুমি কি চাও

জবাব দিলেক কছাছ চাহিতেছী মাফ করিব না

সওয়াল তোমরা কএ ভাই হও

জওাব একজন আছাদুল্যা বএস ১৫ বৎস্বর আর একজন আছগর বএস ১৪ বৎস্বর আর এক জন ওয়ালী বএস ১০ বৎস্বর এই তিন জন তার আর আছে ইতি

বতারিখ ২৯ মাহে জানওরী সন ১৭৯৬ ইছবি মুদ্দইর ভাই আছাদুল্যা ও আছগর হাজীর হইল তাহার ঘরে পাস জিজ্ঞাসা গেল তোমরা কি চাহো

জওাব দিল আমরা মাফ করিব না কছাছ চাহী ইতি

পরে ফত্তোয়ার জন্নে মুপ্তী মাহাম্মদ ইছুফকে সপোর্দ্দ হইল ইতি

মোহর আদালত ফৌ
জদারি দায়ের ও ছা
এর এলাকা জাহাঙ্গীর
নগর ১২০০

[২৮]

Thompson—2
Magistrate মেং সমিয়ল মিটীলটীন
Bakergunj
মেং জান ডেবিট পাটীসেন
Magistrate of Jalalpur
Colebrook, Judge
Qazi Md. Mahar Hujur ?

মোহর আদালতে
ফৌজদারি জিলে
ঢাকা জালালপুর
১২০০

মহামহিমার্ণব অখণ্ডদোর্দ্দন্তপ্রতাপশালী শ্রীলশ্রীনবাব গবরনরজানরেল মারকুইস আফ্ হেষ্টিংসবাহাদুর প্রবলপ্রচণ্ডতরপ্রতাপেষু ।।—

শ্রীমণি-মাধব দত্ত

শ্রীমত্ ধর্ম্মাবতারের আরব্ধ অত্যুত্কটদুঃসাধ্যকঠিন ২ কর্ম্মসুসিদ্ধকরণ পূর্ব্বক রাজধানীতে প্রত্যাগমনকরণে/আমরা কলিকাতা নগর নিবাসীলোক সকলে-এতদ্দেশস্থ ইয়োরোপীয় লোকদিগের সহিত একবাক্যহইয়া প্রশংসা / পত্র লিখিতেছি এবং পূর্ব্ব একএক মাসে যে ২ কর্ম্মেতে ধর্ম্মাবতারের বুদ্ধিমন্ত্রণায় আশ্চর্য্য কৌশল সুপ্রকাশ হই/য়াছে তদ্ব্যাখ্যাকরণ ব্যতিরেক সম্প্রতি দুর্জ্জন পিণ্ডারিগণের দৌরাত্ম্য পথ রুদ্ধ করণে আমার দিগের নানাদিগেদেশীয় লোকসকলের যে মহদুপকার হইয়াছে তন্নিমিত্ত স্তুতি করিতেছি এ প্রদেশস্থ সমস্তলোকে বৃটিশাধিপত্য / জনিতোপকার সকলাপেক্ষা এতত্কর্ম্মে পরোমোহৃত হইয়াছে শ্রীমানের অনুগ্রহ প্রকাশাধীন আমার / দিগের বোধহইল যে সহস্র ২ লোকদিগ্‌কে এই মহদুৎপাত হইতে পরিত্রাণ করণ ধর্ম্মাবতারের আনন্দ/ জনক ও চিরস্মরণীয় কীর্ত্তিকর হইয়াছে এমত দেদীপ্যমান শৌর্য্যবীর্য্যের কোন কার্য্যে এতাদৃশ হয় নাহি / আর অধিক কালক্ষেপ করাণ আমার দিগের কর্ত্তব্য নহে কিন্তু যাবত্ পর্য্যন্ত আমরা সকলে সম্মিলিত / হইয়া শ্রীমত্ ধর্ম্মাবতারের মনোভিলাষ সম্পূর্ণ করুণ ও ধর্ম্মাবতারেতে আমারদিগের / যে শ্রদ্ধা ভক্তি হইয়াছে তাহা গ্রাহ্য হউক এবং আমরা শ্রীমত্ ধর্ম্মাবতারের ভক্ত ও নূন্য ভৃত্যগণের মধ্যে / গণনীয় হই ইতি সন ১২২৫ তারিখ ১৬ শ্রাবণ ইঙ্গরেজীসন ১৮১৮ তারিখ ৩০ জুলাই—

শ্রীজগন্নাথ দত্ত

শ্রীমোহনীমোহন ঠাকুর	শ্রীশিবচন্দ্র বাড়ুর্য্যে
শ্রীমহারাজ রাজকৃষ্ণ বাহাদুর	শ্রীগোপীমোহন ঠাকুর
শ্রীভগবতীচরণ মিত্রস্য	শ্রীমহারাজ রামচন্দ্র রায় বাহাদুর
শ্রীভবানীচরণ মিত্রস্য	শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র রায়
শ্রীগোপীমোহন দেবস্য	…
শ্রীরূপলাল মল্লিক	…
শ্রীকাশীনাথ মল্লিক	শ্রীবৈদ্যনাথ রায়স্য
শ্রী…	শ্রী…
শ্রীজয়কৃষ্ণ সিংহ	…
শ্রীরাজকৃষ্ণ সিংহ	শ্রীগোপীকৃষ্ণ দেবস্য

শ্রীজগমোহন মল্লিক

শ্রীঅভয়াচরণ ঘোষ
শ্রীহরলাল মিত্র
শ্রীপীতাম্বর ঘোষ
. . .
. . .

শ্রীনিলমণি দত্ত
শ্রীরসময় দত্ত
. . .
. . .
. . .

শ্রীগঙ্গানারায়ণ দাস
শ্রীরাধাকান্ত দেবস্য
শ্রীভুবনমোহন দেবস্য

শ্রীহরিমোহন ঠাকুরস্য
শ্রীনীলমণি মরিফ ?
শ্রীবৈষ্ণবদাস ''
শ্রীরূপচরণ রায়
. . .

শ্রীশিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
শ্রীগুরুপ্রসাদ চৌধুরী
শ্রীসিবচন্দ্র বসু
শ্রীভগবতীচরণ গাঙ্গুলী
. . .

শ্রীবৈদ্যনাথ মুখোর্য্যা
শ্রীগোরাচাঁদ মুখোর্য্যা
শ্রীউমানন্দন ঠাকুরস্য
. . .
. . .

শ্রীরামদুলাল দেব
শ্রীরামজয় দত্ত
শ্রীহরসুন্দর দত্ত
শ্রীবিশ্বেশ্বর দত্ত
...

শ্রীমথুরামোহন যেব
শ্রীরামপ্রসাদ সিং ?
[সেন ?]

শ্রীনবকৃষ্ণ সিংহ
. . .
. . .

শ্রীআনন্দ জয়াতে ?
শ্রীহরিশচন্দ্র মিত্র

শ্রীলাডলীমোহন ঠাকুর
শ্রীদ্বারিকানাথ ঠাকুর

শ্রীরাধারাম গোস্বামী

শ্রীরামমোহন মল্লিক
শ্রীশম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় জমিদার
পরগনে কাঁটি ?

[অপর পৃষ্ঠা]

Cassinoth Bysaere

শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ দত্ত

কলেজের পণ্ডিত ইত্যাদি

শ্রীরামনাথ বাচস্পতি পণ্ডিতস্য
শ্রীরামজয় তর্কালঙ্কার পণ্ডিতস্য
শ্রীরামকিশোর তর্কচূড়ামণি পণ্ডিতস্য
শ্রীরামকিশোর শিরোমণি পণ্ডিতস্য
শ্রীকালীপ্রসাদ তর্কসিদ্ধান্ত পণ্ডিতস্য
শ্রীশিবচন্দ্র তর্কালঙ্কার পণ্ডিতস্য
শ্রীগদাধর তর্কবাগীশ পণ্ডিতস্য
শ্রীপদ্মলোচন তর্কচূড়ামণি পণ্ডিতস্য
শ্রীকালীপ্রসাদ তর্কসিদ্ধান্ত পণ্ডিতস্য
শ্রীরামচন্দ্র রায় পণ্ডিতস্য
শ্রীশ্রীপতি মখোপাধ্যায় পণ্ডিতস্য
শ্রীবঙ্কু (?) রাম শিরোমনি পণ্ডিত্য

শ্রীরামসুন্দর রুদ্র
শ্রীকাশীনাথ তর্কপঞ্চানন
শ্রীমোহনপ্রসাদ ঠাকুর
...
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
শ্রীরামমোহন রায় (?)
শ্রীকৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায়
শ্রীরামনারায়ণ রায়

তথ্য-নির্দেশ

১. সম্পূর্ণ বিবরণের জন্যে Anisuzzaman, *Factory Correspondence and other Bengali Documents in the India Office Library and Records* (London, 1981) দ্রষ্টব্য।

২. এ সব চিঠিপত্রের আংশিক বিবরণের জন্যে আনিসুজ্জামান, "অষ্টাদশ শতাব্দীর কিছু বাংলা চিঠিপত্র" 'ভাষা ও সাহিত্য পত্র' (ষষ্ঠ বর্ষ, ১৩৮৫) দ্রষ্টব্য।

৩. Ramaprasad Chanda and Jatindra Kumar Majumdar (ed.), *Selections from Official Letters and Documents relating to the life of Raja Rammohun Roy.* Vol. 1 (Calcutta, 1938).

৪. সেকালের আইনব্যবস্থা সম্পর্কে H. H. Dodwell (ed.), *The Cambridge History of India,* Vol. VI (Third Indian edn; Delhi, 1968), Pp 189, 415, 426, 440, 443-45, 452-54, 457 এবং V. A. Smith, *The Oxford History of India* (Third edn; London, 1967), Pp 537, 627-29 দ্রষ্টব্য। প্রাসঙ্গিক আইনের জন্যে দ্রষ্টব্য: *Regulations in the Revenue and Judical Departments enacted by the Governor General in Council for the Government of the territories under the presidency of Bengal* (London, 1834)

৫. প্রকৃত নকল সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের 'রজনী'তে শচীন্দ্রের উক্তি স্মরণযোগ্য : "আসল দেখিয়া জানিলাম যে নকলে কোন কৃত্রিমতা নাই।" 'বঙ্কিম-রচনাবলী' (সাহিত্য সংসদ সংস্করণ ; কলিকাতা, ১৩৭৬), ১ : ৫১৮।